বাংলাদেশ প্রেক্ষিতঃ উন্নয়ন অভিজ্ঞতা ও সীমাবদ্ধতা বিষয়ক একটি সমীক্ষা

ডঃ খুরশীদ আলম*

সারসংক্ষেপ ঃ প্রচলিত ধারণা হল পরামর্শকরা উন্নয়ন প্রকল্পে কেবল গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে গবেষক বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে যা দেখেছেন তা থেকে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন যে, পরামর্শকরা ইতিবাচকের পাশাপাশি নেতিবাচক ভূমিকাও পালন করেন। প্রবন্ধটিতে একদিকে যেমন বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক স্থান পেয়েছে, তেমনি কিছু কিছু নীতিমালার বিষয়ও স্থান পেয়েছে। এখানে কোনো তাত্ত্বিক বিষয় উপস্থাপন করা না হলেও এর তাত্ত্বিক তাৎপর্যও রয়েছে। প্রবন্ধটি মূলত উন্নয়ন নীতিমালা তৈরিতে নীতিনির্ধারকদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

১. প্রেক্ষিত

দীর্ঘ দুই দশক ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মাঠ পর্যায়ে এবং নীতি নির্ধারণীর ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের সুযোগ থেকে বর্তমান প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি তাই সনাতনী প্রবন্ধের চেয়ে তথ্য এবং উপস্থাপনের দিক থেকে খানিকটা ভিন্ন কারণ বেশির ভাগ তথ্য যেমন সরাসরি মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ থেকে নেয়া হয়েছে, তেমনি কিছু কিছু তথ্য নীতিনির্ধারণী বিষয় সম্পর্কে প্রদান করা হয়েছে। এ-দিক থেকে প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে তাই অংশগ্রহণমূলক কিংবা অংশগ্রহণবিহীন পর্যবেক্ষণ-এ উভয় পদ্ধতিতে সংগৃহিত তথ্যই ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে কোনো তাত্ত্বিক বিষয় নয় বরং উন্নয়নের প্রায়োগিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা আমাদের দেশে পেশাদার উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে কমই ঘটতে দেখা যায়।[১] প্রচলিত ধারণা হল পরামর্শকরা উন্নয়ন প্রকল্পে কেবল গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে গবেষক মাঠ পর্যায়ে যা দেখেছেন তা থেকে নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন যে, পরামর্শকরা ইতিবাচকের পাশাপাশি নেতিবাচক ভূমিকাও পালন করেন কি-না। এ-দিক থেকে প্রবন্ধটিতে উন্নয়নের ব্যবহারিক সমস্যার উপরই বেশি আলোকপাত করা হয়েছে।

২. উন্নয়নে পরামর্শকের ভূমিকা

গতানুগতিকভাবে উন্নয়ন কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করা এবং তা বাস্তবায়ন, তদারকি বা পরিবীক্ষণ করার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথারীতি পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। এই পরামর্শকদের মূল ভূমিকা থাকে কোনো

* প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশাল রিসার্চ, ২১/১ হক ম্যানশন, (দোতলা) ঢাকা-১২০৯।

একটি বিষয়ে উন্নয়নের সমস্যা ও তার সমাধানের জন্য কি করা দরকার তা চিহ্নিত করা, পরিকল্পনা তৈরি করা এবং কখনো কখনো তা বাস্তবায়নে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা এবং প্রয়োজনে বাস্তবায়ন তদারকি এবং পরীক্ষণ করা। এক কথায়, কোনো একটি প্রকল্পের ধারণা সৃষ্টি থেকে অনেক সময় তা বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা এবং তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করা। তাই বর্তমান প্রবন্ধে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে, দেশি-বিদেশী পরামর্শকরা সে দায়িত্ব কতটা পালন করেন এবং তাঁদের সে দায়িত্ব পালনের ফলাফল কি।

৩. পরামর্শকদের যোগ্যতা

প্রথমে আলোচনা করা যাক পরামর্শকদের যোগ্যতা প্রসঙ্গে। একটি বিষয়ে বিশেষ কোনো দক্ষতা থাকলেই কেবল সে বিষয়ে পরামর্শক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়, এটিই হচ্ছে স্বীকৃত নিয়ম। কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতার যে মাপকাঠি তা সব সময় নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যায় না কিংবা প্রতিনিয়ত যে-সব নিত্য নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে যে সব সমস্যা দেখা যায়, সে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পাওয়া অনেক সময় দুর্লভ হয়ে ওঠে। যেমন, কিছু দিন আগেও যোগাযোগ অর্থনীতির বিষয়ে কাউকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে পাওয়া কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাউকে পাওয়া সত্যি কঠিন ব্যাপার ছিল। কিন্তু এসব কাজের জন্য প্রায়শ পরার্শকের প্রয়োজন হয়। তেমনি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য পদ্ধতি তৈরি করতে পারে কিংবা চাহিদাভিত্তিক বাজেট তৈরির মতো যোগ্যতা আছে– এমন বিশেষজ্ঞ এদেশে পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। তেমনি জনঅংশগ্রহণ বিষয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ পাওয়াও খুবই কঠিন যদিও এদেশের এনজিওগুলো অহরহ এ কাজ করছে[২]। আবার যদি ঐ একই বিষয়ে উন্নত দেশের বিশেষজ্ঞ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলেও সে সব বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অনেক সময় তেমন যুতসই মনে হয় না। এটি এমনকি খেলাধুলার জন্য কোচ নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যেখানে একজন দক্ষ প্রশিক্ষক পাওয়া সত্যিই কঠিন কারণ যিনি খেলা জানেন তিনি হয়তো খেলা শেখানোর কাজটি ভাল জানেন না। আবার অনেক সময় পাওয়া গেলে তার জন্য যে ব্যয় করা দরকার তার সামর্থ্য সব সময় বাংলাদেশের থাকে না। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনেকে জানা বিষয় ছাড়াও যেমন অনেক সামান্য জানা বিষয়ে পরামর্শক হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে থাকেন তেমনি বিষয়টি শিখে পরামর্শ দেয়ার জন্য দায়িত্ব কেউ কেউ নিয়ে থাকেন। এ বিষয়টি বাংলাদেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে এদেশে যেসব বিদেশী নাগরিক পরামর্শক হিসাবে আসেন তাদের ক্ষেত্রেও সত্য।

তাই দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাথে কাজ করার সময় লক্ষ্য করেছি যে, বেশির ভাগ পরামর্শকের সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যবহারিক জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে[৩]

কিংবা বলা চলে বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল বলে দাবী করা যায় না। তাঁদের বেলায় লক্ষ্য করা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সামান্য কিছুই সেখানে কাজে লাগে কারণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষায় ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে দারুন ঘাটতি রয়েছে।

তাই দেখা যায় যে, পরামর্শক যে সব সমস্যা নিয়ে কাজ করেন, সেগুলোর কি সমাধান হতে পারে, অন্য দেশে সেগুলো কিভাবে সমাধান করা হচ্ছে, কিভাবে বাংলাদেশে সে সব সমস্যার সমাধানে এগিয়ে যাওয়া যায়, কোথা থেকে শুরু করতে হবে এবং কোথায় শেষ করতে হবে সে সব বিষয়ে ধরাবাধা তেমন কোনো নিয়ম নেই। এসব বিষয়ে সকল পরামর্শক জ্ঞানের অভাব অনুভব করেন তা ঠিক নয় তবে অনেক পরামর্শকই ঠিক তার অর্জিত জ্ঞানকে কিভাবে সে বিশেষ ক্ষেত্রে কাজে লাগাবেন সে বিষয়ে ধারণার বা অভিজ্ঞতার অভাব অনুভব করেন[৪]। পরামর্শকদের মধ্যে এ ধরনের সীমাবদ্ধতা নেই এমন ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। আবার অনেকে সে ধরনের সীমাবদ্ধতার কথা নিজে মোটেই অনুভব করেন না বা গতানুগতিক পদ্ধতিতে একটি কাজ করার বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সেখানেও যে সৃজনশীল পদ্ধতি ব্যবহার করা দরকার তা তেমন অনুভব করেন না। কারণ বেশিরভাগ পরামর্শকের মধ্যে সৃজনশীল পদ্ধতি ব্যবহারের সামর্থ্য কিংবা উৎসাহ এর কোনোটিই নেই।

বাংলাদেশের পরামর্শকদের ক্ষেত্রে আরো কিছু ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। বাংলাদেশের লোকদের যখন কিছু শিখে দক্ষতা অর্জন করার কথা তখন সে নিজকে দক্ষ মনে করে, ফলে সে বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হয় না। এ ধরনের মনোভাব দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শুধু বাধা তাই নয় বরং অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে নতুন কিছু শেখার ক্ষেত্রেও এটি প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। যাই হোক, পরামর্শক হিসেবে কোনো একটি ব্যবহারিক জটিল বিষয়ে করণীয় কি সে সম্পর্কে তেমন কোনো সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার ফলে জ্ঞানের (Knowledge) চেয়ে সাধারণ জ্ঞানের (Common sense) ওপর বেশি নির্ভর করে বেশির ভাগ পরামর্শক পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাঁদের অনেকের মধ্যে যেনতেনভাবে অর্থ উপার্জনটাই মুখ্য হয়ে থাকে। পরামর্শকদের এ দীনতা যেমন সকল সময় প্রকাশ করা হয় না, তেমনি সকলে এ বিষয়ে তেমন আলোচনাও করেন না। পরামর্শকদের সুবিধা হল এই যে, বিভাগীয় কর্মকর্তারা তাঁদের অনিয়ম, দুর্নীতি কিংবা প্রশাসনিক টানাপোড়ন নিয়ে এতটা ব্যতিব্যস্ত থাকেন যে, পরামর্শকদের কি করার কথা আর কী করছে সে সম্পর্কে সব সময় দৃষ্টি দেয়ার সময় তাঁদের তেমন থাকে না।

তাই বাংলাদেশের অনেকে শুধু প্রস্তুতি ছাড়া পরামর্শকদের দায়িত্ব পালন করে তা নয়, বিদেশীরাও অনেক সময় কোনো রকমের প্রস্তুতি ছাড়াই এ দেশে পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করতে আসে। দেশের পরামর্শকদের সুবিধা হল এই যে, তাঁরা এখানকার কতগুলো নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অবগত থাকেন আর

বিদেশীদের সুবিধা হল এই যে, তাঁরা অন্যান্য দেশে এই একই কাজটি কিভাবে করছে সে সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞতা নিয়ে আসেন। তাই উভয়পক্ষ মিলে মোটামুটি সমস্যার প্রশংসনীয় সমাধান না করতে পারলেও কোনো সমস্যাকে কতভাবে বর্ননা করা যায়– সে বিষয়ে সফলতা দেখাতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য করেন, কৌশল অভিন্ন কেবল উপার্জন ভিন্ন [৫]।

৪. সমস্যার গভীরে প্রবেশের সমস্যা

উন্নয়ন পরামর্শক হিসেবে কাজ করার সময় প্রথম দিকে উন্নয়নের সাফল্যগুলো বেশি বেশি নজরে পড়ে। যেমন গ্রামের দরিদ্র বা ভূমিহীনরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে গরু-ছাগল ও হাঁসমুরগী ক্রয় করেছে; নতুন-নতুন রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেবা প্রদান করছে; কৃষি বিভাগ নিত্য-নতুন উফশী জাতের ফসলের প্রচার ও প্রসার ঘটাচ্ছে, বড় বড় সেচ প্রকল্প তৈরি হয়েছে; বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরি হয়েছে, নতুন নতুন স্কুল কলেজ হয়েছে ইত্যাদি।

আবার যতই অভিজ্ঞতা বাড়ে ততই উন্নয়নের সীমাবদ্ধতাগুলোই বেশি বেশি নজরে পড়ে। যেমন ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের অভাব, বিআরডিবির ব্যর্থতা, বিএডিসির ব্যর্থতা, বিভিন্ন এলাকায় প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাটের অভাব, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার অভাব, শিক্ষার অভাব, কর্মের অভাব, দরিদ্র শ্রেণীর শিক্ষার সুযোগের অভাব, এমনকি শীতকালে শীত বস্ত্রের অভাব ইত্যাদি। এ ছাড়া অতি নিম্নমানের রাস্তার কাজ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, সেচ প্রকল্পে পানির অভাবে সেচ ব্যহত হওয়া, খাল কাটার নামে প্রহসন (কেবল উপর দিয়ে মাটি একটু পরিষ্কার করা), উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণের ত্রুটি, হাওর এলাকা দেশের অন্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, প্রকল্প এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সম্প্রসারণ কাজ যথেষ্ট পরিমাণ না করা, পুরনো জাতের ধান উৎপাদন, বিদ্যুতের অভাবে সকল প্রকারের উদ্যোগে ভাটা পড়া ইত্যাদি। ধীরে ধীরে মনে হতে থাকে যে, উন্নয়নের জন্য যা কিছু করা হয়েছে তা অত্যন্ত সীমিত এবং চেষ্টা করলে আরো অনেক ভাল কিছু করা সম্ভব হত। এটা শুধু পরামর্শকরা মনে করেন তা নয়, এমনকি সাধারণ জনগোষ্ঠীও মনে করেন। আরো দেখা যায় যে, দৃশ্যমান সমস্যার প্রতি বেশি নজর দেয়া হয়, অদৃশ্যমান সমস্যার প্রতি নয় [৬]।

ঠিক তেমনিভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, যা দিয়ে উন্নয়ন করা হবে সেটি নিয়ে যত ভাবা হয়, তাদের জন্য উন্নয়ন তাদের নিয়ে তত ভাবা হয় না। তাই দেখা যায় যে, যাদের উন্নয়ন তারা এমনকি অনেক সময় জানেও না কি করা হচ্ছে, কেন করা হচ্ছে, কিভাবে তারা সে উন্নয়ন থেকে লাভবান হবে, তাদের কি করণীয় আছে, কিভাবে তা থেকে তারা উপকৃত হবে, কি করলে তাদের বেশি সুবিধা হতো ইত্যাদি বিষয় তেমন একটা বিবেচনা করা হয় না। অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায়

যে, তারা যদি কখনো নিজ থেকে জানার চেষ্টা করে তখন বলা হয় "তৈরি করলে দেখতে পাবেন, এখন আপনাদের এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই" অথবা বলা হয় "নিজের কাজে যান"।

এ থেকে নতুনভাবে উপলব্ধি হয় যে, উন্নয়নের জন্য কিভাবে প্রকল্প চিহ্নিত করতে হবে, কাদের ডিজাইন তৈরি করা উচিত, কারা তা বাস্তবায়ন করবে এবং কিভাবে তা বাস্তবায়ন করবে ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের বা লক্ষ্য গোষ্ঠীর তেমন কোনো ধারণা থাকে না। কাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে তা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষকে জড়িত করার প্রয়োজন ধীরে ধীরে অনুভব করা হয়। প্রতিটি প্রকল্পের দুটো দিক রয়েছে যার একদিকে রয়েছে যারা তা ব্যবস্থাপনা করে এবং অপরদিকে রয়েছে যারা তা ব্যবহার করে বা উপকৃত হয়। এদিক থেকে মূলত উন্নয়নের সামাজিক বিষয়গুলোর প্রতি আরো বেশি যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ কোনো একটি প্রকল্প বা কর্মসুচি যত সুন্দরভাবে ডিজাইন করা হোক না কেন (যা জনগণকে বাদ দিয়ে করা প্রায় অসম্ভব) বা বাস্তবায়ন করা হোক না কেন, যদি সেটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালন. কিংবা রক্ষণাবেক্ষণ করা না যায় তাহলে তা থেকে কখনো ভাল ফলাফল আশা করা যায় না। আর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণ করবে সে প্রকল্প ব্যবহারকারী মানুষেরা। সুতরাং তাঁরা তা কিভাবে করবে, কি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা চাই, কি ধরনের সিস্টেম থাকা চাই, কে কী করবে, জনগণ কি ভূমিকা পালন করবে, বিভাগীয় কর্মকর্তারা কি ভূমিকা পালন করবে, কোথা থেকে তার জন্য অর্থ আসবে, জনগণ তার সুফল বিনামূল্যে ভোগ করবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং, সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সামাজিক বিষয়গুলো খুঁজে দেখতে হয়। আর তাই ধীরে ধীরে সামাজিক বিষয়গুলোতে আরো গভীরভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করতে থাকি। উল্লেখ্য, অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে সামাজিক উন্নয়নের সহযোগী বা পরিপূরক কিন্তু বিকল্প নয়।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে আরো একটি প্রশ্ন এসে যায়। প্রায় সকলে এ সব উন্নয়ন প্রকল্পের সীমাবদ্ধতার কথা বলাবলি করে থাকেন কিন্তু যখন সে প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়, তা ডিজাইন করা হয়, কর্মকর্তাদের খেয়াল খুশিমত ডিজাইন অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়, তখন এ সব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা কোনো বাধায় দেয়নি কেন, কোনো আপত্তি করে নি কেন? লক্ষ্য করা যায় যে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এ সব সামাজিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করা একান্ত দরকার ছিল। তবে লক্ষ্যণীয় যে, প্রকল্প তৈরি হয়ে গেলে তখন অনেকে সে উন্নয়নের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো চিহ্নিত করা শুরু করেন। ফলে এ পর্যায়ে যাঁরা সে সব উন্নয়ণ কর্মকাণ্ড করেছেন তারা মনে করেন যে, উন্নয়ন কর্মে কি ভুল ছিল তা জানার তখন কোনো সুযোগ ছিল না বা পরামর্শকরা এখন সেগুলো বলে কী লাভ। এ

পর্যায়ে পরামর্শকদের সাথে অনেক সময় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের এক ধরনের বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তাঁদের বক্তব্য হয় যে, কী করলে সেগুলো সংশোধন করা যাবে, কে সেটি করবে এবং কোথা থেকে তার জন্য অর্থ পাওয়া যাবে, পরামর্শকদের কেবল সেটি বলা দরকার। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমি নিজেও এসব উন্নয়ণ কর্মের সীমাবদ্ধতা কিংবা ব্যর্থতার কথা অনেক উল্লেখ করেছি এবং উপলব্ধি করেছি যে, উন্নয়নের পরিকল্পনা বা বাস্তবায়নের ভুল-ত্রুটি নির্ণয় শুধু যথেষ্ট নয়, কিভাবে তাতে পরিবর্তন আনা যায় সেটি বলা দরকার বেশি। উন্নয়নের এ সব ভুল-ভ্রান্তির কথা যখন বলা হয় তখন অনেক সময় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, "আপনাদের মত পরামর্শকরাই তো তখন এগুলো করেছে। আমরা নিজেরা এগুলো এককভাবে করেছি তাতো নয়।" তাদের সে বক্তব্যে সামান্যতম অতিরঞ্জন ছিল না কিন্তু তারপরও কথা থাকে যে, ভুল করলে তা যত দ্রুত চিহ্নিত করে প্রতিকার নির্ণয় করা যায় ততই উত্তম, ভুলকে নির্ভুল দাবী করা নয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধু ভুল হয় না, ভুলকে প্রায়শ গোপন বা নগণ্য করে দেখার চেষ্টাও করা হয় [৭]।

এভাবে যখন গণমানুষের ভূমিকাটি প্রধান হয়ে দেখা দেয় তখন সে সম্পর্কে কি করা দরকার তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ইতোমধ্যে নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। যে প্রকল্প তৈরি হয়ে গেছে, যে প্রকল্পের আয়ু কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, যে প্রকল্প জনগণের ক্ষতির কারণ বলে তাদের কাছে চিহ্নিত হয়ে গেছে, সে প্রকল্পের ব্যবস্থাপকদের সাথে মানুষের দূরত্ব অনেক বেড়ে গেছে। তারা একে অপরকে আর সহযোগী নয় বরং প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে, একের সাথে অন্যের সম্পর্ক হচ্ছে বিবাদমান দুটো দলের সম্পর্কের মত। আরো জটিলতা দেখা দিচ্ছে যে, কে কার দোষ স্বীকার করবে, কিভাবে করবে, কেনইবা তা করতে যাবে, করলে চাকরির ক্ষেত্রে কি জটিলতা দেখা দেবে ইত্যাদি। পরামর্শকরাও উপলব্ধি করেন যে, এ বিষয়ে তাঁদের যা করণীয়, তারা সেটি করতে পারবেন কি না সন্দেহ। তখন অনেকের কাছে মনে হয় যে, জনগণের ত্রাণ নয়, বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পরিত্রাণ করাই পরামর্শকদের যেন প্রধান দায়িত্ব হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় আবার বিভাগীয় কর্মকর্তারা মাঝে মধ্যে যুক্তি দেখান যে, তাঁরা এসব সমস্যা সৃষ্টি করেন নি, তাদের পূর্ববর্তীরা সেসব সমস্যা সৃষ্টি করেছেন, তারা শুধু সেগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করছেন। তাঁদের সে যুক্তি সরল মনে গ্রামবাসীরা গ্রহণ করেছেন বলে অনেক সময় মনে হয়নি।

৫. জনগণের দৃষ্টিতে পরামর্শক

উন্নয়নের বিষয়ে পরামর্শকরা নিজেদেরকে যতটা যোগ্য বা নির্ভুল মনে করেন জনগণ কখনো ততটা যোগ্য বা নির্ভুল মনে করেন না। তাই পরামর্শকরা জনগনকে যতটা উপদেশ দেয় জনগণও পরামর্শকদের তার চেয়ে বেশি উপদেশ দেয়। তাঁরা

পরিস্কারভাবে বলেন যে, তাদের উন্নয়নের জন্য পরামর্শকদের কি করা দরকার যা পরামর্শকরা অতীতে করেন নাই বা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরামর্শকদের সে কাজ না করার ফলে তাঁদের কি কি সমস্যা হচ্ছে, সে সমস্যা তাদেরকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ইত্যাদি বিষয়েও তাঁরা তাদের ক্ষোভ বা অনুযোগসমূহ প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন না।

জনগণ পরামর্শকদের যোগ্যতা সম্পর্কে শ্রদ্ধা পোষণ করলেও তাঁদেরকে নির্ভুল মনে করেন না তা ১৯৯৯ সালে গাজীপুর জেলার একটি বাজারের উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে গিয়ে আবার প্রমাণিত হল। বাজারটির উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের শুরুতে জনগণ পরামর্শকদেরকে সতর্ক করে দিলেন এই বলে যে, "পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে কয়েকদিন পর তা যেন ভাঙ্গা না লাগে"। হুবহু এ বাক্য ব্যবহার করেই তাঁরা পরামর্শকদের সে দিন সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এভাবে বহু সময়ে তারা পরামর্শকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন বা পরামর্শ দিয়েছেন অথচ বাংলাদেশের অনেক প্রকৌশলী রয়েছেন যাঁরা মনে করেন যে, এ ধরনের উন্নয়নের কাজ হচ্ছে "টেকনিক্যাল ব্যাপার", এতে সাধারণ মানুষের কি বলার আছে। অথচ সেদিনও গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ আবারো স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আমরা এমন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা যেন না করি যে কারণে অবকাঠামোগুলো কিছু দিন পর ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন হয়। গ্রামের মানুষ আবার এও বলেন যে, কোনো কোনো সময়ে কাজের মান এতই খারাপ হয় যে, তা ভাঙ্গা লাগে না, এমনি এমনিও ভেঙ্গে পড়ে[৮]।

জনগণ অনেক সময় পরামর্শকদের ভুলসমূহ খুব সহজে চিহ্নিত করেন। যেমন, উন্নয়নের জন্য কিভাবে প্রস্তাব দিতে হবে বা কি করতে হবে সে বিষয়ে জনগণকে বলার পর তা তা করেছেন। তারপর তারাই উন্নয়নের পরিকল্পনায় কি কি ভুল রয়েছে অর্থাৎ বিভাগীয় প্রকৌশলীরা কি ভুল করেছেন, বাস্তবায়নে কি কি ক্রটি-বিচ্যুতি রয়েছে, কিভাবে তার প্রতিকার সম্ভব, সেসব বিষয়ে তাঁরা পরামর্শকদের উপদেশ দিয়েছেন তার কতটা সঠিক দিয়েছেন সেটি বড় কথা নয় বরং জনগণ পরামর্শকদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের সমস্যার সমাধানে অনেক সময় যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

এভাবেই পরামর্শকরা জনগণকে উপদেশ দিয়ে থাকেন, আর জনগণও পরামর্শকদের উপদেশ দেন। পরামর্শকরা অসন্তুস্ট হলে তাঁদের সমস্যা সমাধানে প্রকৃত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। পরামর্শকরা তাঁদের অক্ষমতার কথা বলে, আর জনগণ পরামর্শকদের ক্ষমতা ব্যবহার করে সত্যি সত্যি জনগণের উন্নয়নের জন্য কিছু করার কথা বলে।

ইদানিং জনগণ পরামর্শকদেরকে সব সময় সমীহ করে কথা বলেন এমনও নয়। তবে তারা মনে করেন পরামর্শকরা উপদেশ দেন জনগণের কল্যাণের জন্য

আর জনগণ অনুরোধ করে তাঁদের উন্নয়ন কাজ হবে না, কিন্তু পরামর্শকরা জানেন যে জনগণ অসন্তুষ্ট হলেও তাঁদের তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। নীতিগতভাবে জনগণই ক্ষমতার উৎস আর বাস্তবে জনগণের ক্ষমতা নেই বললেই চলে। কথাটি বুঝা যায় উন্নয়নের জন্য যখন জনগণকে বিভিন্ন বিভাগের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়[৯]।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গৃহিত একটি প্রকল্পের জন্য পরামর্শক হিসেবে কাজ করার সময় দেখেছি যে, গরীবদের আর্থিক দারিদ্র্য নিরসনের আগে পরামর্শকদের জ্ঞানের দারিদ্র্য দূর করার দরকার ছিল বেশি। পরামর্শকরা তাঁদের কি পরামর্শ দেবেন সেটি তাদের কারো কাছে তেমন জানা ছিল না এবং পরামর্শকদের কেউ কেউ গরীবেরা কিভাবে জীবন-যাপন করেন তা প্রত্যক্ষ সুযোগ তখনই বোধহয় পেয়েছেন।

এ প্রকল্পের পরামর্শকরা দরিদ্রদের কতটা উপকার করতে পেরেছেন সেটি বড় কথা নয়, তবে তাঁদের দারিদ্র্য যে আধা ডজন পরামর্শকের আর্থিক উপকার করেছে সেটি নিশ্চিন্তে বলা যায়। পরামর্শক হিসাবে আমার তখন মনে হয়েছে, We can't live with poor... We can't live without poor either. মোটকথা, পরামর্শক হিসেবে কাজ করার জন্য দরিদ্রের প্রয়োজন তা নয়, সমাজ জীবনে বিত্তবানদের আরাম-আয়েশের জন্যও তাঁদের প্রয়োজন। ইসলামী সমাজ হিসাবে বৈষম্য আল্লাহর সৃষ্টি বলে অনেকে মনে করেন। দারিদ্র্যের সুবিধা রয়েছে অনেক যেমন তা অনেকের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিকসহ বিভিন্ন কাজে লাগে, ঠিক একইভাবে দারিদ্র্য বিদেশীদেরও কাজে লাগে কারণ বাংলাদেশের দারিদ্র্যের উপর পরামর্শকের কাজ করে অনেক বিদেশীও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। তাই দারিদ্র্য এক বিরাট সম্পদ যার মালিকানা নিয়ে সরকারি-বেসরকারি কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাঝে মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ চলতে দেখা যায়[১০]।

জনগণকে ভালবাসা মানে হচ্ছে তাদের মধ্যে ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য সাহস সঞ্চার করা। উন্নয়ন সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গিয়ে যেটি লক্ষ্য করেছি তা হচ্ছে যে, মানুষ হতাশাগ্রস্ত, যার কাছ থেকে আশার বাণী শুনে সেই তাদের প্রিয় হয়। কিন্তু পরামর্শকরা অনেক সময় বলে না যে, তাদের গোটা সমস্যার কতটা সমাধান করার ক্ষমতা আছে, আর বাকীটার কী হবে।

আবার অন্যদিকে পরামর্শকরা যখন জনগণকে নিয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন তখন জনগণ তাঁদের সন্তোষ প্রকাশ করেন ভিন্নভাবে। গ্রামের জনগণ বলেন যে, "আপনারা এত বড় বড় কর্মকর্তা হয়েও ধৈর্য্য ধরে জনগনকে সাথে নিয়ে যে এ পরিকল্পনা করেছেন তা দেখে আমরা সত্যি আশ্চর্য হয়েছি।" জনগণ আশা করতে পারে না, যে দেশের উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা গ্রামে যাবে এবং জনগণের সমস্যার সমাধান বের করার জন্য তাঁদের সাথে কাজ করবে। একজন মুমূর্ষু রোগীও যখন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পায় তার

মধ্যে যেমন ক্ষীণ হলেও আশার আলো জাগে তেমনি একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি গ্রামে গেলে মানুষ অনেকটা তাই মনে করে। গ্রামের মানুষ মনে করে, পরামর্শকরা তাঁদের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

আমরা এখনো এদেশে ঠিক করতে পারিনি যে, জনগণ কোথায় সহযোগীর ভূমিকা পালন করবে, কোথায় মুখ্য ভূমিকা, আর কোথায় অর্থায়নের। পরামর্শকদের অনেকে এটি এখনো আলোচনার বিষয় হতে পারে বলে মানতে রাজী নন। কিন্তু যাদের জন্য উন্নয়ন সে মানুষকে যদি তার উন্নয়নের সাথে জড়িত করা না যায় তাহলে কিভাবে তাঁদের সমস্যার সমাধান হবে।

৬. জনগণের দৃষ্টিতে উন্নয়নের সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের মনোভাব প্রায়শ তেমনটা অনুকূল নয়। যেমন, নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সুনামগঞ্জের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালকের দপ্তরে আমরা যাই। কথায় কথায় আমরা তাঁর কাছে জানতে চাই যে, তিনি কবে সেখানে বদলী হয়ে গেছেন। সেটি জানার জন্য প্রশ্ন করার সাথে সাথে তিনি বললেন যে, তারতো আরো উচ্চ পদে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখনো তিনি প্রমোশন পাননি। আমরা তাঁকে বললাম যে, তাঁর বর্তমান পদটিও মোটেই ছোট পদ নয়। এটিও ডেপুটি সেক্রেটারীর পদ মর্যাদার। তা ছাড়া এটিকে হালকা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই কারণ সুনামগঞ্জ জেলার ১৮ লক্ষ লোকের কৃষি উন্নয়নের গুরু দায়িত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত। সুতরাং ১৮ লক্ষ লোকের প্রধান জীবিকার বিষয়টি দেখার দায়িত্বকে মোটেই হালকা করে দেখার অবকাশ নেই। আরো বললাম যে, যদিও তাঁর পদটি ডিসির পদমর্যাদার প্রায় সমান কিন্তু দায়িত্বের দিক থেকে তার পদের গুরুত্ব আরো বেশি কারণ ১৮ লক্ষ লোকের ভাগ্য উন্নয়নে তাঁর যতটা ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে, ডিসির হয়তো ততটা নেই। এতে তিনি কিছুটা হলেও খুশি হলেন বলে মনে হলো। এটি কোনো ব্যতিক্রম ঘটনা বলে বলা যাবে না কারণ অধিকাংশ কর্মকর্তা মনে করেন যে, তাঁদের আরো উচ্চ পদে আসীন হওয়া উচিত। অর্পিত দায়িত্ব পালনের চেয়ে উচ্চ দায়িত্ব প্রাপ্তির আগ্রহ তাঁদের মধ্যে অনেক বেশি।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সরকারের উন্নয়ন বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তার দক্ষতার অভাব আছে একথা অনেক সময় তাঁরা অনুভব করেন না। তাঁরা উন্নয়নের দর্শন বা নীতিমালা পুরোপুরি আয়ত্ত করেন না বলে সে বিষয়ে জনগণের সামনে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন না কিংবা জনগণের অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না[১১]। অনেক সময় উন্নয়নের জন্য কি করা হবে আর কি করা হবে না এ বিষয়ে কোনো পরিস্কার ধারণা দিতে পারেন না। একজন গ্রামবাসী যখন জানত চায় যেমন, তার কৃষি উৎপাদনের সমস্যা, ভাল বীজের অভাব, ব্রিজ-কালভার্টের

অভাব, পানি ব্যবস্থাপনার সমস্যা, ঋণের সমস্যা, চিকিৎসার সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা ইত্যাদি কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে। তিনি যদি এলজিইডির কর্মকর্তা হন তাহলে তিনি অন্য বিষয়ে তাঁদেরকে কিছু বলতে পারেন না। এমনকি অনেক সময় এলজিইডিতে কিভাবে সে সমস্যার সমাধান হতে পারে তাও ভালভাবে অবগত নন। অনেক সময় সে-সব কথা ধৈর্য ধরে শুনারও আগ্রহ প্রকাশ করেন না। দেখা যায় যে, মাঠ পর্যায়ে জনগণের কাছাকাছি যারা কাজ করেন তারাও উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে খুব কমই খোঁজ খবর রাখেন। কিন্তু উন্নয়নের জন্য কোনটি কোথায় পাওয়া যাবে, কিভাবে তা পাওয়া যাবে, একজন গ্রামবাসীকে কি করা লাগবে সে বিষয়ে উন্নয়ন বিভাগগুলোর বিভিন্ন কর্মীরা প্রায়শ সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন না[১২]। ফলে জনগণ তাঁদের উপর আর তেমন আস্থা রাখতে পারেন না।

বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে জনগণের সম্পর্ক কেমন তা বুঝা যায় এ ধরনের একটি উক্তি থেকে। বগুড়ার একটি হাটের উন্নয়ন কাজের মান সম্পর্কে বাজার ব্যবহারকারীরা প্রশ্ন করার পর একজন ঠিকাদার বললো ঃ 'আমি বুঝবো, অফিসার বুঝবে এবং সরকার বুঝবে। আপনারা বলার কে?" আসলে এটি শুধু সে ঠিকাদারের জবাব নয়, এটিই হচ্ছে এদেশের সকল ঠিকাদারের এবং প্রায় সকল কর্মকর্তার জবাব। তাঁর মুখে প্রতীক হিসেবে একটি সময় সেটি প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। এর জন্য এ ঠিকাদারকে দায়ী করা যাবে না, এর জন্য প্রচলিত জবাবদিহিতার ব্যবস্থা দায়ী। কারণ এখানে জনগণের কাছে জবাবদিহি করার কোনো ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তাই কাজের মান ঠিক রাখার জন্য বাইরের পরামর্শক নিয়োগ করতে হয় যারা সব সময় ইচ্ছা থাকলেও কাজের মান ঠিক রাখতে পারেন না, ইচ্ছা না থাকলে তো কথাই নেই।

সামাজিক বিষয়ে সরকারি বিভাগের উন্নয়ন কর্মীরা কতটা উদাসীন থাকে তা একটি উদাহরণ দিলে বুঝা যাবে। উত্তরাঞ্চলের একটি জেলার রাস্তা মেরামতের কাজে নিয়োজিত দুস্থ মহিলাদেরকে ৬ মাইল হেঁটে কাজ করতে হয়। তাতে একজন দুস্থ মহিলাকে প্রতিদিন প্রায় মোট ১২ মাই (৬ মাইল+৬মাইল) রাস্তা হাটতে হয়। তাঁরা কাজ করবে কখন এবং কতটা।

আবার অনেক সময় যখনই জনগণের ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়, তখন সরকারি কর্মকর্তারা তাঁদের মধ্যে এক ধরনের আতংক ছড়ায়। 'জনগণের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া মানে হচ্ছে জনগণের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া' সরকারি কর্মকর্তারা জনগণকে এ ধরনের ধারণা দেন। এ ধরনের আতংক জনগণকে জড়িত করার ক্ষেত্রে এক ধরনের বাধা হয়ে কাজ করে।

সরকারি অফিসে কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা লিখে রাখেন কিন্তু দায়িত্বের কথা লিখে রাখেন না। তাঁরা যদি দায়িত্বের কথা লিখে

রাখতেন তাহলে জনগণের লাভ হত, দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের নাম নয়। জনগণ বা পরামর্শকরা তাঁদের সে মনোভাবের কোনো পরিবর্তন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না, বরং অনেক সময় মনে হয়েছে তাদের সে মনোভাব আগের চেয়ে আরো দৃঢ় হয়েছে। যদিও তাঁদের মনোভাব আগের চেয়ে কঠিন হয়েছে কি-না সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে তবে তাঁদের মনোভাব যে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নেমে আসেনি সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না। তাই বলা যায় যে, দেশ স্বাধীন হলেই উন্নয়ন হয় না, উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয় মাত্র। সে দিক থেকে বাংলাদেশ একধাপ এগিয়েছে মাত্র, শুরু করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কেবল, সম্পন্ন করা হয়নি।

৭. জনগণের দৃষ্টিতে দাতা সংস্থার ভূমিকা

দাতা সংস্থার উপর জনগণ তেমন একটা খুশি নয়। তাঁরা মনে করেন যে, দাতা সংস্থাগুলো জনগণের উন্নয়নে তেমন দৃঢ় প্রত্যয়ী নয়। দাতা সংস্থা সম্পর্কে জনগণের কি ধারণা তা একটি বাজারের ব্যবহারকারীর বক্তব্য থেকে পরিস্কার বুঝা যায়। সে বাজারের একজন ব্যবহারকারীর মতে, "এতদিন দাতা সংস্থা মনে করতো, তাঁরা দাতা, আমরা গ্রহীতা। এখন তাঁরা আমাদেরকে উন্নয়নের পার্টনার হিসেবে চিন্তা করছে। বিশ্বব্যাংকের এতদিন পর সে উপলব্ধির জন্য আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।" উল্লিখিত উক্তি থেকে এটি পরিস্কার বুঝা যায় যে, দাতা সংস্থার ভূমিকার ব্যাপারে তাঁদের ক্ষোভও রয়েছে।

গ্রামবাসী দাতা সংস্থার সমালোচনা করলেও তাঁদের লোকদেরকে পেলে অত্যন্ত খুশি হয় এবং মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। তাঁদের ভাষায়, "আপনারা শুধু আমাদেরকে সাহায্য করছেন না, আমাদেরকে দেখতেও এসেছেন, আমরা এতে উৎসাহিত। আমরা শুধু সাহায্য নিচ্ছিনা; আমরা আমাদের ভাগ্যেরও উন্নয়ন করার চেষ্টা করছি- যা দেখে আপনারা অন্য দেশের গরীবদেরকে সাহায্য করবেন।" গ্রামের গরীব মহিলারা এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে, তা শুনে দাতা সংস্থার লোকেরা ও পরামর্শকরা অবাক হয়। কতটুকু পড়ালেখা করেছেন চাইলে সে মহিলা বললেন, "লেখাপড়া কিছুই নেই, ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছি।" মহিলার কথা থেকে বুঝা গেল যে সুযোগ থাকলে আরো বেশি লেখাপড়া করতেন কারণ তিনি ফাইভ পর্যন্ত পড়ে মোটেই খুশি নন।

অনেক সময় তাঁরা আবার দাতা সংস্থার লোকদেরকে তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী লোক মনে করেন। এমন একটি ঘটনার কথা বললেন এলজিইডিতে কর্মরত প্রকল্পের একজন উন্নয়ন কর্মী। তিনি কোনো এক এলাকায় কাজ করতে গিয়ে জানতে পারলেন যে, সে এলাকার কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার কৃষকদের কাছ থেকে উপরি না নিয়ে ঋণ দেয় না। তাই সে এলাকার একজন কৃষক বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পের

কর্মীকে বললেন যে, "আপনারাতো বিশ্ব ব্যাংকের লোক, কৃষি ব্যাংকের উপরে। আপনার ম্যানেজারকে বদলী করে দিন।"

বিশ্ব ব্যাংকের লোকদেরকে খুশি করার জন্য গ্রামের মানুষ কতটা উদগ্রীব তা একটি ঘটনা বললে বুঝা যাবে। স্বর্ন যাচাই করার জন্য যেমন 'এসিড টেস্ট' করা হয়, উন্নয়নের জন্য জনগণের আগ্রহ যাচাই করার জন্য তেমনি 'রেইন টেস্ট' করা যেতে পারে। ১৯৯৯ সালে বিশ্ব ব্যাংকের মিশনের কর্মকর্তারা যখন কোনো একটি প্রকল্প এলাকা দেখতে গেলেন তখন লোকেরা সারাদিনের বৃষ্টি উপেক্ষা করেও নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত ছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, জনগণের কাছে উন্নয়নের চাহিদা কত বেশি।

আবার অনেক সময় বিদেশীরা কোনো কিছু জানতে চাইলে যা বললে খুশি হবে লোকেরা সেটা বলে। বিদেশী বিশেষজ্ঞরা অনেক সময় তা বুঝতে পারেন না। বাঙালী সহকর্মীরাও সব সময় তা বুঝিয়ে দেয় এমন নয়। তা ছাড়া জনগণ অনেক সময় বিদেশীদের কাছে সমস্যার কথা গোপন করে কারণ তাঁদের মতে বিদেশীদের কাছে সব কথা বললে দেশের বদনাম হবে। এতে অনেক সময় মূল সমস্যা চাপা পড়ে যায়। অনেক সময় জনগণ ভয় পেয়ে সে সব বলে কারণ তাঁরা মনে করেন যে, যদি দাতা সংস্থার লোকজন অসন্তুষ্ট হয় তাহলে সাহায্যের টাকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আবার অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তারাও দাতা সংস্থার লোকদের ওপর সব সময় সন্তুষ্ট নয়। তারা সন্তুষ্ট নয় এ কারণে যে, তাঁরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী অর্থ ব্যয় বা অপচয় করার সুযোগ পায় না। দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের তদারকি থাকলে তাদের অনেক ধরনের আর্থিক অসুবিধা হয়। এ ক্ষেত্রে বেশি অসুবিধা হয় যেমন, টেন্ডারে অনিয়ম করা যায় না, কাজের নকশা ও ধরন অনুযায়ী কাজ করতে হয়, মান বজায় রাখতে হয় এবং অতিরিক্ত বিল প্রদান বা ব্যয় করার সুযোগ কম থাকে। এভাবে বিভিন্ন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ তাদের উপর থাকে।

যদিও জনগণ এবং সরকারি কর্মকর্তারা উভয়ে অনেক সময় দাতা সংস্থার ওপর সন্তুষ্ট নন কিন্তু তাঁরা আবার দাতা সংস্থার ভূমিকাকে মাঝে মাঝে প্রশংসাও করেন। কারণ তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে দাতা সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বিশেষ করে উন্নয়নের অর্থ যোগানের ব্যাপারে দাতাদের ভূমিকাকে অনেক সময় প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেন।

বাংলাদেশের জনগণ উন্নয়নের বিকল্পসমূহ তেমন যাচাই-বাচাই করতে পারেন না। উন্নয়নের জন্য যখন যা কিছু করা হয় জনগণ তাকেই সাদরে গ্রহণ করেন। কারণ তাঁদের কাছে "নাই মামার চেয়ে কানা মামাও অনেক ভাল"। তাঁরা উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা করতে অনেক সময় ভয় পায় যদি পাছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তারা এক ধরনের আতংক সৃষ্টি করে বলে বিভিন্ন সময়ে মাঠ পর্যায়ে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক সময় জনগণ

অভিযোগ করেন যে, বিভাগীয় কর্মকর্তারা বলেছেন যে, উন্নয়নের মান নিয়ে প্রশ্ন করলে বা দাতা সংস্থার প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করলে তখন অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে, এতে উন্নয়ন কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। জনগণ ভয় পেয়ে তখন অভিযোগ করে না; আর অভিযোগ করলেও তা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে একথা বলেও অনেক সময় দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছে স্থানীয় জনগণ কোনো অভিযোগ করেন না। আবার অভিযোগ করলে সংশোধন করা হবে বলে তা তাৎক্ষণিকভাবে ধামাচাপা দেয়া হয়।

৮. উন্নয়নে কারিগরি সমস্যা বনাম সামাজিক সমস্যা

উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিষয় পরিষ্কার লক্ষ্য করেছি যে, কারিগরি সমস্যার কারণগুলো সহজে চিহ্নিত করতে পারা যায় কিন্তু সামাজিক সমস্যার কারণগুলো নয়। যে কোনো লোকই কারিগরি সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে ও তার সমাধান বলতে পারে কিন্তু সামাজিক সমস্যার সমাধান নয়। কারিগরি সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে যতটা নিশ্চয়তা দিতে পারে সামাজিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে ততটা নয়। তাই কারিগরী সমস্যার ব্যাপারে যে ধরনের পরামর্শকের প্রয়োজন হয় সামাজিক সমস্যার ব্যাপারে তার চেয়েও ঢের বেশি প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। অথচ বাস্তবে দেখা যায় যে, সে ধরনের ব্যক্তি খুব একটা পাওয়া যায় না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগে পরামর্শক হিসেবে কাজ করার সময় একজন থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বলেছিলেন যে, 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি যদি দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে তার সমাধানের জন্যও দেশের এক নম্বর লোকদেরকে নিয়োগ করা উচিত অথচ বাস্তবে তা করা হয় নি।' জনসংখ্যা রোধের মত একটি কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে তারা নিজেদেরকে দেশের এক নম্বর লোক বলে মনে করেন না। তেমনি সে বিভাগে যারা পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন তারাও অনেকে নিজেদেরকে দেশের প্রথম শ্রেণীর পরামর্শক বলে মনে করেন না।

যাই হোক, উন্নয়নে সামাজিক সমস্যার ধরণও এতই ভিন্ন যে, তা অনেক সময় পূর্ব থেকে অনুমান করা যায় না। পানি উন্নয়ন বোর্ডে পানি ব্যবস্থাপনার জন্য কৃষকদেরকে ডাকার পর তারা মিটিং এ আসতো না। এতে পরামর্শকরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হতো। পরামর্শকরা তাদেরকে দায়িত্বহীন কিংবা অলসপ্রকৃতির বলে মনে করতো। ধারণা করতো যে, এ কারণেই বাংলাদেশ অনুন্নত। কিন্তু পরামর্শকরা কখনো অনুসন্ধান করে দেখেননি যে, তাঁরা কেন মিটিং-এ হাজির হতে চায় না, তাঁদের কি সমস্যা আছে? তারা তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য কোনো উদ্যোগ নেয় না কেন? পানি উন্নয়ন বোর্ড সারা দেশে পানি ব্যবস্থাপনার জন্য কৃষককে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছে কিন্তু তারা আশানুরূপ সাড়া দিচ্ছে না কেন? উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ হিসেবে যারা এদেশে কাজ করেছে তারা এসব বিষয়ে তেমন আগ্রহ দেখায় নি।

একইভাবে বলা যায় যে, উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছাস বা ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দেয়ার পর লোকজন নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে চায় না। অনেকে বলেন যে, তাঁদেরকে সতর্ক করার পরও তারা যায় নি, সুতরাং তাদের শাস্তি হওয়া উচিত এবং সে কারণে শাস্তি হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখেনি যে, কেন তারা নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে চায় না। তাই বলা যায় যে, বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানে বাংলাদেশের সমাজের শ্রেণীবিন্যাস বা সমাজ কাঠামো বিন্যাস যতটা পড়ানো হয় কিন্তু এ ধরনের সমস্যার কারণ বা লোকদের এ ধরনের সামাজিক আচরণের কারণ সম্পর্কে তেমন কোনো কিছু পড়ানো হয় না[১৩]। আমাদের সমাজবিজ্ঞানীরা এত তত্ত্ব কথা জানার পরও জনগণ তাঁদের জ্ঞানকে অনেক সময় ষোল আনাই মিছে মনে করেন। কারণ তাঁদের সমস্যার সমাধান করার মত জ্ঞান পরামর্শকদের সত্যি সত্যি আছে বলে অনেক সময় জনগণ মনে করেন না অথচ তারা নিজেরা নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করেন।

উন্নয়নের জন্য জনগণের সাথে কাজ করতে গিয়ে সারা বাংলাদেশের একটি নিয়ম লক্ষ্য করেছি। জনগণের সাথে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে বাংলাদেশের সব এলাকার লোকেই দুটো কথা বলে ঃ 'ক. আমাদের এলাকা খুব গরীব এবং খ. আমাদের এলাকার লোকেরা খুব খারাপ।' তখন প্রশ্ন করতে হয় যে, বাংলাদেশের কোন এলাকার লোকেরা ধনী? তা ছাড়া আরো বলতে হয় যে, কেন, পৃথিবীর অন্য দেশের লোকদেরকে কি অর্ডার দিয়ে বানানো হয়েছে[১৪]? আসলে এ ধরনের উক্তি কেন করে, কি তার সামাজিক কারণ? আমরা সাধারণত সে সব বিষয়ে ভেবে দেখিনি। আমার বিশ্বাস উল্লিখিত দুটো উক্তি এ দেশের জনগণ দীর্ঘদিন থেকে করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো তারা তা করবেন। তাঁদের এ ধরনের মানসিক অবস্থার কারণ কি তা যেমন অনুমান করা যায়, তেমনি তার প্রতিকারের জন্য কিছু না কিছু ইঙ্গিত করা যায় তবে বিভিন্ন সময়ে দেখেছি যে, খেলায় বাংলাদেশের হারার অনেক কারণ সবাই খুঁজে পান কিন্তু জেতার কারণ তেমন কেউ খুঁজে পান না। তাই এদেশের খেলোয়াড়রা কোনো আন্তর্জাতিক খেলায় জিতলেও অনেকে তা বিশ্বাস করতে চান না।

৯. উন্নয়ন পরকল্পনা প্রণয়নে কিছু বাধা

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বেশ কিছু বিষয় নজরে আসে যা পূর্ব থেকে সেভাবে জানা ছিল না। যখন জনগণকে সাথে নিয়ে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা করার চেষ্টা করা হয় তখন কতিপয় বাধা নজরে আসে। উল্লেখ্য, বিদেশী কেউ প্রথম যখন বাংলাদেশে আসে তখন তাঁর কাছে এদেশের লোকদের অনেক আচরণ স্বাভাবিক মনে হয় না। তেমনি আমরা যখন জনগণকে সাথে নিয়ে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে যাই তখন তাদেরও কিছু আচরণ আমাদের কাছে সে রকমের মনে হয়। এদিক থেকে আমাদের ভাবনা আর বিদেশীদের ভাবনার মধ্যে বেশ মিল

রয়েছে। তাই কোনো কোনো ব্যক্তি রসিকতা করে আমাদেরকে domestic foreigner বলে থাকেন। যাই হোক, এখানে তেমন কিছু বিষয় উদাহরণ হিসেবে প্রদান করা হল ঃ

* দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সমস্যার মধ্যে গ্রামবাসী দৃশ্যমান সমস্যার কথা বেশি বলে। পরামর্শকরাও দৃশ্যমান সমস্যার কথা বেশি বলেন। গ্রামবাসী যখন দলীয়ভাবে বলেন যখন তাঁরা দৃশ্যমান সমস্যার কথা বেশি বলেন। দারিদ্র্যসহ অন্যান্য সমস্যার গুরুত্ব তাঁদের আলোচনাতে অগ্রাধিকার পায় না। একইভাবে নারী এবং শিশুদের সমস্যা তাঁদের আলোচনায় তেমন স্থান পায় না। পরামর্শকরা প্রথম প্রথম দৃশ্যমান সমস্যার কথা বেশি বলেন কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন যে, দৃশ্যমান সমস্যার প্রতি পক্ষপাত করছে। পরামর্শকদের সে পক্ষপাতের ভ্রান্তির কথা বুঝতে এবং তা দূর করতে বেশ সময় লাগে।

* উন্নয়ন সম্পর্কে নারী, পুরুষ এবং শিশুর চাহিদা যে আলাদা সেটি পরামর্শকদের মনোযোগ কখনো তেমন আকর্ষণ করে নি। অন্যদের মত পরামর্শকরা সমাজের সকলের একই চাহিদার কথা চিন্তা করে থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট পর্যালোচনার পর নারী, পুরুষ এবং শিশুদের চাহিদা আলাদা করার প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু এটা যদি আরো আগে থেকে অনুশীলন করা হতো তাহলে উন্নয়নের পরিকল্পনা বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরো ভাল কিছু করা সম্ভব হতো।

* গতানুগতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিয়মে স্থানীয় লোকেরা বলেন "চেয়ারম্যান সাহেব ঠিক করে দেবেন, কোথায় কি করা লাগবে। আমরা বললে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলবে, গণ্ডগোল লাগবে।" জনগণ যখন এ ধরনের কথা বলেন তখন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তার সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁরা তখন জনগণের করণীয় সম্পর্কে তেমন বলেন না। পরামর্শকদের অনেকে প্রথম প্রথম জনগণের এ ধরণের আচরণকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক হিসেবে নিয়েছেন কারণ জনগণকে কথা বলার সুযোগ দিলেও তাঁরা নিজেরা না বলে চেয়ারম্যান সাহেবকে বলার জন্য সুযোগ দিচ্ছেন। তাহলে উন্নয়ন পরিকল্পনাতো আগের মত এলিটদের পক্ষেই যাবে। কিন্তু পরবর্তীতে জনগণের এ ধরনের আচরণের যুক্তি বুঝা যায় এবং তারা যাতে তাঁদের মত প্রদান করতে পারেন এবং চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় নেতাদের মতামতও যেন বাদ না পড়ে পরামর্শকরা তার ব্যবস্থা করেন। এতে একদিকে পরিকল্পনা যেমন জনগণের মতামত অনুযায়ী করা সম্ভব হয় তেমনি অন্যদিকে স্থানীয় নেতৃত্বও তাঁদের মতামত দিতে সক্ষম হয়।

* অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা না থাকলে পরামর্শকরা অনেক সময় সেখানে কিছু করণীয় নেই মনে করেন। পরবর্তীতে দেখা যায় যে,

যদি সামাজিক উদ্যোগ নেয়া হয় তাহলে জায়গার স্বল্পতা দূর করা সম্ভব হয়। পরামর্শকরা সে উদ্যোগ প্রথম থেকে কাজে লাগাতে পারলে আরো বেশি ভাল কাজ করা সম্ভব হতো।

* অনেক সময় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ব-সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তাঁরা প্রথমে তাদের মতামত প্রদান করতে চান। পরামর্শকরা এতে ভীষণ বিরক্ত হতেন কারণ তাতে জনগণের মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে না। কিন্তু তাঁদের সে আচরণেরও যুক্তি রয়েছে। নেতা হিসেবে নিজের সিদ্ধান্ত প্রদানের সুযোগ কাজে লাগাতে চায়। নেতার এ ধরনের ভূমিকা গণবিরোধী বলে অভিহিত করা সকল সময় ঠিক নয় কারণ নেতার যদি কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা না থাকে তাহলে তিনি নিজেকে তাঁদের নেতা বলে ভাববেন না। তাই নেতাকে তার মতামত দেয়ার সুযোগ দিতে হয়। তবে এ ধরনের অবস্থায় নেতা যাতে কোনো বিব্রতকর অবস্থায় না পড়েন, তাই অন্যদের মতামত আগে নিয়ে তারপর নেতার মত নিতে হয় যাতে নেতা যেন অন্য সকলের মতামত বুঝে নিতে পারেন এবং সে অনুযায়ী নিজের মত প্রকাশ করতে পারেন। যদি তার মতটি ভিন্ন ও উন্নতর হয় তাহলে তিনি সকলের বাহবা পান আর যদি এক হয় তাহলে তিনি জনগণের সাথে আছেন বলেই বুঝা যায়। এতে নেতা দুভাবে তার ভাবমূর্তি রক্ষা করতে পারেন। এমনটি হলেও লাভ, না হলেও লাভ। অনেক সময় এ ধরনের পরিস্থিতিতে উল্লিখিত পদক্ষেপ না নেয়ার ফলে নেতাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়া হয় বা কখনো কখনো জনগণের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেয়া হয় যা কারো জন্য কাম্য নয়।

* মহিলাদেরকে প্রশ্ন করলে পুরুষেরা উত্তর দিতে চায়। এভাবে মহিলাদেরকে উত্তর প্রদানের সুযোগ থেকে দূরে রাখা হয়। প্রথম প্রথম পুরুষদের এ ধরনের আচরণে পরামর্শকরা অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। কিন্তু পরবর্তীতে বুঝা যায় যে, অনেক সময় উন্নয়নের বিষয়ে মহিলাদেরকে সাহায্য করার জন্য এ ধরনের আচরণ করা হয়। অনেক সময় মহিলাদেরকে মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানালে বা "পুরুষরা কেন বলবে, আপনারা আপনাদের মতামত বলুন" এ কথা বললে, তখন মহিলারা বলেন, "আমরা মুর্খ-সুর্খ মানুষ, কি বলতে কি বইলা ফালাই, ওনারাই বলুক।" এভাবে তাঁরা নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখতে চান এবং সে কারণে পুরুষেরা তখন তাঁদের হয়ে কিছু বলতে চান। কিন্তু বাস্তবে এতে মহিলাদের উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালনের সুযোগ কমে যায়।

* একজনকে প্রশ্ন করলে অন্যজন উত্তর দেয়। প্রথম প্রথম পরামর্শকরা এতে বিরক্ত হতেন কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝা গেল যে, এটি একজন অন্যজনকে সহায়তা করার লক্ষণ তবে তার সমস্যা হচ্ছে যে, যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তাঁর মনের কথা অনেক সময় প্রকাশ করা হয় না।

* অল্প কিছু লোক কথা বলে, অন্যেরা শুধু দেখে। যারা দেখে তারা দেখতে পায় যে, কিভাবে তাদের সমস্যার ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। তারা নিষ্ক্রিয় থাকলেও আলোচনা সভার স্থান ত্যাগ করে না। তাঁদের উপস্থিতি আলোচকদেরকে সকলের ব্যাপারে একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করে।

১০. অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কিছু সীমাবদ্ধতা

অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সময় কতক গরমিল থাকে যার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদান করা হল। উল্লেখ্য, সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনার চেয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা করা অনেক সহজ কারণ এতে সমস্যাটি যেমন সহজে চিহ্নিত করা যায়, তেমনি সমস্যার সমাধানও সহজে বলা যায়। যাই হোক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে সব অবকাঠামোগত উন্নয়ন করছে তার কতিপয় সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরা হল ঃ

এলজিইডি যে সব রাস্তা নির্মাণ করেছে তার সীমাবদ্ধতা হল ঃ ক. আরো কম ব্যয়ে নির্মাণ করা সম্ভব; খ. আরো মজবুত করে নির্মাণ সম্ভব; গ. আরো নিরাপদ করে নির্মাণ সম্ভব; ঘ. আরো দ্রুতগামী করে নির্মাণ সম্ভব; এবং ঙ. স্থানীয় পর্যায় থেকে আংশিক আর্থিক অনুদান নিয়ে রাস্তা তৈরি সম্ভব।

তেমনি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পগুলোর সীমাবদ্ধতা হল ঃ ক. সব সেচ খাল ঠিকমত সংস্কার করা হয় না; খ. রেগুলেটরগুলো ঠিকমত ডিজাইন করা হয় না; গ. বাঁধ ঠিকমত নির্মাণ ও মেরামত করা হয় না ঘ. রাস্তাগুলো ঠিকমত নির্মাণ ও মেরামত করা হয় না; ঙ. সব মেরামত কাজ সময়মত করা হয় না; চ. সেচের পানি সময়মত সরবরাহ করা হয় না; ছ. বন্যা নিয়ন্ত্রণের যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হয় না; জ. জনগণের চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন ঠিক মত করা হয় না; ঝ. মাছসহ অন্যান্য সুযোগের বিষয়ে ঠিকমত বিবেচনা করা হয় না; ঞ. শস্য বহুমুখিতার বিষয় বিচেনায় রাখা হয় না; এবং ট. পরিবেশের বিষয়ে মোটেই বিবেচনা করা হয় না।

পানি ব্যবস্থাপনা, নৌ-চলাচল, মৎস চাষ, কৃষকের প্রয়োজন, গাড়ির সংখ্যা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রধানত পরিকল্পনা তৈরি করা হয় না। বিশেষ করে জনগণের সাথে এ সব পরিকল্পনা তৈরির সময় বিস্তারিত আলাপ আলোচনাই করা হয় না [১৫]। জনগণের সামনে উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া বা মাস্টার প্লান সাধারণত কখনোই উপস্থাপন করা হয় না। ফলে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়েই অনেক ডিজাইনগত ত্রুটি ধরা পড়ে এবং বাস্তবায়নের পর তা আরো বেশি ধরা পড়ে। তবে এ সব ত্রুটির জন্য পরামর্শকরা একেবারেই দায়ী নয় এটি যেমন ঠিক নয় তেমনি বিভাগীয় কর্মকর্তারাও দেশি বিদেশী পরামর্শকদের এসব সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা না করেই তার দ্রুত বাস্তবায়ন করে নিজেদের কর্মসম্পাদনের চেষ্টা করেন কারণ তাঁদের কাছে যত ব্যয়, তত আয়। এ সব ভুল থেকে কি শিখতে পারে তা কোনো বিভাগ থেকে নিরূপণ করার তেমন কোনো জোরালো চেষ্টা করা হয়নি।

১১. পরামর্শকদের কিছু সফলতা ও ব্যর্থতা

উন্নয়ন পরামর্শকদের সফলতা ও ব্যর্থতা দুই রয়েছে। তাঁদের অগণিত সফলতা রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করে শেষ করা যাবে না। যেমন, দেশে যত অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে তার অধিকাংশের পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে নকশা তৈরি এবং কখনো কখনো তা বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পরামর্শকদের কোনো না কোনো ভূমিকা রয়েছে। তবে এনজিওরা প্রভুত উন্নয়নমুখী [১৬] কাজ করলেও তাদের ক্ষেত্রে পরামর্শক ব্যবহার করার উদাহরণ খুব কমই দেখা যায়।

উন্নয়নে পরামর্শকের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে দুএকটি উদাহরণ এখানে দেয়া যেতে পারে। যেমন বঙ্গবন্ধু ব্রিজ যা প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরামর্শকদের তত্ত্বাবধানে হয়েছে। তেমনি ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরামর্শকদের সহায়তায় হয়েছে।

অপরদিকে এরপর প্রশ্ন আসে যে, উন্নয়নের জন্য পরামর্শকরা যথাযথ পরামর্শ দিতে পেরেছেন কি-না? সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করা ও তার সমাধানের নির্দেশনা দিতে পেরেছেন কি না? বাংলাদেশের মানুষ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমস্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করেন, সমস্যার অবসানের জন্য আলোচনা করেন না কেন? কিভাবে তার পরিবর্তন করা সম্ভব? এ সব ক্ষেত্রে পরামর্শকরা কতটা সফল হয়েছেন সেটি বিবেচনার দাবী রাখে।

বস্তুত পরামর্শকদের ব্যর্থতার তালিকাও অনেক দীর্ঘ যার প্রধান দিকগুলো এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

* সামাজিক উন্নয়নের চেয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতি বেশি আকর্ষণ অনুভব করা
* সামষ্টিক সমস্যা চিহ্নিত করার পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা চিহ্নিত করা
* উন্নয়নের কারিগরি ও সামাজিক দিকগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের দিক নির্দেশনা দিতে না পারা
* জনগণের চেয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের স্পৃহা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হওয়া
* সরকারি কর্মকর্তাদের উন্নয়ন-কর্মী হিসেবে প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হওয়া
* সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে অভিভাবকসুলভ মনোভাব পুরোপুরি দূর করতে ব্যর্থ হওয়া [১৭]
* অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডকে কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়া
* ব্যক্তির দোষে নয়, সিস্টেমের অভাবে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তা অনেক সময় বুঝতে না পারা
* মহিলারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখালেও তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমানে সুযোগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হওয়া

* উন্নয়নে নারী এবং শিশুর ভূমিকাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারা
* সমস্যার মধ্যে যে সুযোগ লুক্কায়িত থাকে তা বুঝতে ব্যর্থ হওয়া
* সমস্যার সৃষ্টি ও সমাধানের ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে অতিমাত্রায় দায়ী করা
* সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আগ্রহের অভাবকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেয়া
* প্রধান সমস্যা ও অপ্রধান সমস্যাকে নিজের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা
* প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাকে মোকাবেলার জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করতে ব্যর্থ হওয়া
* উন্নয়নের নীতিমালা প্রণয়নে যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হওয়া
* উন্নয়ণ বিশেষজ্ঞ হিসেবে তেমন আত্মসমালোচনা না করা

১২. পরামর্শকদের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরতে না পারার ব্যর্থতা

পরিশেষে ব্যর্থতার কথা প্রকাশ করতে না পারার ব্যর্থতার কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হল। দেখা যায় যে, অনেক সময় সমস্যা বা ব্যর্থতার কথা লিখলে সেগুলো বিভাগীয় কারণে বা দাতা সংস্থার মনপুত হবে না বলে তা রিপোর্ট থেকে বাদ দেয়া হয়। এখানে সে ধরনের কয়েকটি ব্যর্থতার কথা তুলে ধরা হল ঃ

জনসংখ্যা কর্মসূচি মূল্যায়নের একটি রিপোর্ট থেকে ব্যর্থতার দিকগুলো বাদ দেয়া হয় কারণ সে রিপোর্টে সে বিভাগের কিছু কর্মীর চরম ব্যর্থতার কথা তুলে ধরা হয়েছিল। অনেক কষ্ট করে সে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেগুলো বাদ দেয়ার কোনো দরকার ছিল না কারণ কোনো কাজ করলে সেখানে কিছু-না কিছু ব্যর্থতাতো থাকতেই পারে। কিন্তু আমাদের দেশের আমলারা সে ধরনের কোনো ব্যর্থতার কথা রিপোর্টে দেখতে নারাজ, তাই তারা প্রয়োজন না থাকলেও সেটি রিপোর্ট থেকে বাদ দিয়ে দেন। ফলে সমস্যার সমাধানের জন্য আর কোনো সুপারিশও আর ঐ প্রতিবেদনে প্রদানের প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু সকলে জানে যে, অন্ধ হলে তো আর প্রলয় বন্ধ থাকে না।

কর্ণফুলী সেচ প্রকল্পের সফলতা একেবারেই কম, মাত্র শতকরা ১০ ভাগ। এ রিপোর্ট প্রদান করার পর তা বিদেশী বিশেষজ্ঞরাই আর পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে জমা দিতে দেয়নি। কারণ বিদেশী পরামর্শকদের তত্ত্বাবধানেই এ সব প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হয়েছে। ফলে কোনো ব্যর্থতার কথা তারা আর গ্রহণ করতে রাজি নন তা যতটা নির্মম সত্যই হোক।

পরামর্শকদের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরার ফলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রকল্পের একটি রিপোর্ট আর জমা দিতে দেয়া হয়নি। কৃষকদের কাছ থেকে জল কর আদায়ের কথা বলে প্রচুর টাকা ব্যয় করা হয় যা ছিল অনেকটা একটি নাটক মঞ্চস্থ করা। সে রিপোর্ট দাতা সংস্থার প্রতিনিধিরাই গ্রহণ করতে রাজি হয়নি কারণ তাতে দাতা সংস্থার ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার ব্যাপারটি তুলে ধরা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী কেউ আর তা পছন্দ করেন নি।

একটি এনজিও এর ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মূল্যায়নের সময় কিছু ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করলে তা রিপোর্ট থেকে বাদ দেয়ার জন্য বলা হয়। যদিও প্রকল্পটি মোটামুটি একটি সফল প্রকল্প তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার কিছু ব্যর্থতা রয়েছে কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে ব্যর্থতার কোনো কথা মূল্যায়নে দেখতে নারাজ। ফলে চূড়ান্ত রিপোর্ট থেকে সেসব কথা বাদ দেয়া হয়।

তেমনি ভালো সেচ প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে কাজ করতে গেলে প্রথমে যেটি ধরা পড়ে তা হচ্ছে ভোলা সেচ প্রকল্প নামে আসলে কোনো প্রকল্পই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ভোলা সেচ প্রকল্প নামে যেটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে আসলে তা হচ্ছে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের আওতায় ভোলা জেলার চারদিকে বাঁধ দিয়ে বন্যা ও জলোচ্ছাস থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। এতে অসংখ্য রেগুলেটরসহ বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালে গিয়ে দেখা যায় যে, সে প্রকল্পকে আবার ভোলা সেচ প্রকল্প নাম দিয়ে নতুন করে ২৪০ কোটি টাকা খরচ করার প্রচেষ্টা চলছে। রিপোর্টে যখন এ বিষয়টি প্রথমে উল্লেখ করা হলো তখন তা রিপোর্ট থেকে বাদ দিতে বলা হয়।

১৩. উন্নয়নের ফলাফল সম্পর্কে বিভ্রান্তি

প্রতিটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থা বা সরকারি সংস্থা মনে করে যে, জনগণ বিশেষ করে স্বল্প আয়ের জনগণই বেশি সুযোগ পাবে, বেশি উপকৃত হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, প্রতিটি উন্নয়ন কাজ থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বেশি উপকৃত হয়েছে। সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে বেশি উপকৃত হয়েছে তার প্রমাণ বাজার উন্নয়ন, ঘাট উন্নয়ন, রাস্তা উন্নয়ন, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ, সেচ প্রকল্প, বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রভৃতি থেকে। এসব উন্নয়ন থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মধ্যবিত্তরাই বেশি উপকৃত হয়েছে অথচ পরামর্শক হিসেবে সব সময় দেখানোর চেষ্টা করে যে, গরীবেরাই বেশি লাভবান হয়েছে। গড়িয়ে পড়ার নিয়ম অনুযায়ী (Trickle down) ধনীদের কাছ থেকে আর্থিক সুফল দরিদ্রদের কাছে পড়ার কথা কিন্তু এসব উন্নয়ন প্রকল্পে দেখা যায় যে, বরং তা মধ্যবিত্তের কাছে বেশি যাচ্ছে। দরিদ্রদের কাছে যথেষ্ট না গিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে বেশি যাচ্ছে। একটি প্রকল্প থেকে একজন প্রকৌশলী অনেক সময় ১ কোটি টাকা আয় করেছে কিন্তু তা কখনো হিসেবে ধরা হয় না বরং একজন ভূমিহীন কত দিন কাজ পেল সে হিসেব কষার দিকে বেশি ব্যস্ত। দাতা সংস্থার পরামর্শকরাও ঐ একই কায়দায় লাভবান হয়।

এ ধরনের ব্যর্থতার কথা Jules Feiffer উক্তিতে অনেকটা ভালই বিবৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

'I used to think I was poor. Then they told me I wasn't poor. I was needy. They told me it was self-defeating to think of myself as needy, I

was deprived. They told me underpriviledged was overused. I was disadvantaged. I still don't have a dine. But I have a great vocabulary.'

এ প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ ইউনুস প্রায়শ বলেন যে, "দারিদ্র্য গরীবেরা সৃষ্টি করেনি কিন্তু আমরা সব সময় তাদেরকে সে জন্য দোষারোপ করি"। প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্যের জন্য গরিবদেরকে দোষারোপ করাও একটি প্রচলিত রীতি এবং তিনি মনে করেন যে, এ রীতি যতদিন থাকবে ততদিন দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে আমরা খুব কমই সফল হবো। বস্তুত এসব উন্নয়ন প্রকল্প সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচনে খুব কমই কাজে লেগেছে।

তাই বলা যায়, Where poverty is free, there poor is in chain. যদি দারিদ্র্য দূর করতে হয় তাহলে দারিদ্র্যকে বন্দী করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর দারিদ্র্য বন্দী হওয়া মানে গরীব লোকেরা সাফল্যের সম্ভাবনা অবারিত হওয়া। দারিদ্র্য যদি মুক্ত তাহলে গরীব বন্দী দশায় পতিত হয। বলা যায়, গরীবদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে বন্দী করে দারিদ্র দূরীকরণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ফলাফল খুব কমই অনুকুলে আসছে।

১৪. পরামর্শকদের করণীয়

প্রবন্ধে আলোচিত বিভিন্ন সমস্যা থেকে সংক্ষেপে পরামর্শকদের করণীয় সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হল ঃ

ক. যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে পরামর্শক হিসাবে কাজ শুরু করা যেমন প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান লাভ করা দরকার

খ. কোনো সমস্যার গভীরে পৌছার চেষ্টা করা যাতে সে সমস্যার কারণ ও প্রতিকার ভালোভাবে নির্ণয় করা যায়

গ. যেখানে প্রয়োজন সেখানে অংশগ্রহণ পদ্ধতি ব্যবহার করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দেয়া

ঘ. প্রকল্পটি প্রকৃতই জনগণের কল্যাণ সাধন করছে কিনা বা করবে কি না সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা

ঙ. প্রকল্পের প্রকৃত সুফল জনগণ পাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকা

চ. বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকরণীয় সাফল্যগুলোকে ছড়িয়ে দেয়ার প্রতি নজর দেয়া অর্থাৎ চাকা পুনরায় আবিস্কারের চেষ্টা না করা; এবং

ছ. এ প্রবন্ধে পরামর্শকদের যে-সব ভুলের কথা বলা হয়েছে, তা পরিহার করার চেষ্টা করা।

১৫. উপসংহার

পরামর্শকদের নানান সফলতা থাকলেও এখানে মূলত সমস্যার কথাগুলোই আলোচনা করতে চেয়েছি কারণ এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের সকলের কিছু না কিছু করণীয় আছে। আর সাফল্যগুলোর ক্ষেত্রে করণীয় নয়, অনুকরণীয় কিছু আছে।[১৮]

বাংলাদেশের লোকেরা দেশ এবং দশকে নিয়ে প্রতিনিয়ত আলোচনা করেন এটি তাঁদের ইতিবাচক দিক। কিন্তু তাঁরা তাদের সেসব আলোচনা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, এটি তাঁদের নেতিবাচক দিক। তাঁদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা নেই, নাকি তাঁরা কোনো দায়িত্ব নিতে চান না সে জন্য এ ধরনের আচরণ করেন এটি সুক্ষ্ম বিচারের দাবী রাখে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরামর্শকদের এ বিষয়টির প্রতিও নজর দিতে হবে।

এখানে মানুষ কল্পনা করে অনেক, পরিকল্পনা করে সামান্য। বাংলা পদ্যের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, কর্ম কম, বাক্য বেশি; এরি নাম বাংলাদেশী (আলম, ২০০২)। মনে হয়, এখন সময় এসেছে আমাদের সকলের সে মনোভাব পরিবর্তন করার।

তথ্য নির্দেশ ঃ

Ali, AMM Shawkat, *Politics and Land System in Bangladesh, Dhaka*, NILG, 1986.

Sossan, John et al, *Community Partnership for Sustainable* Water Management: *Experience of the BWDB Systems Rehabilitation Project*, Dhaka, UPL, 1998.

Yunus, Muhammad, *Grameen Bnak: Experiences and Reflections*, Dhaka, Grameen Bank, 1997.

আলম, খুরশিদ, *জনগণও হতে পারে উন্নয়নের রূপকার*, ঢাকা, মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯।

আলম, খুরশিদ, *আমার নির্বাচিত উচ্চারণ*, ঢাকা, মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ২০০২।

১. AMM Shawkat Ali, *Politics and Land System in Bangladesh*, Dhaka, NILG, 1986. John Sossan et al- *Community Partnership for Sustainble Water Management : Experience of the BWDB Systems Rehabilitation Project*, Dhaka, UPL, 1998.

২. বাংলাদেশে উল্লিখিত বিষয়সমূহের উপর কাজ হলেও তা থেকে কি শিক্ষা

নেয়া যায় তার ডকিউমেন্ট তৈরি করা, তা থেকে এমনকি এসব বিষয়ের উপর কোনো গাইডলাইন তৈরি করা বা অভিজ্ঞতাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার প্রবণতা অতি সামান্য বিধায় এখানে নিজস্ব জ্ঞানভান্ডার সৃষ্টি হয় না। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের অভিজ্ঞতার কথাও কিছুদিন পর হারিয়ে যায়।

৩. পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রকল্পে পরামর্শক হিসাবে যাঁদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল সেসব বিদেশী পরামর্শকদের চার ভাগের তিনভাগেরই ঐ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে এমনকি তাঁদের কোনো প্রশিক্ষণও ছিল না। একইভাবে দেশীয় যেসব পরামর্শক সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ বা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন তাদেরও তেমন কোনো প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রকল্পটি যখন সঠিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের অভাবে বন্ধ হওয়ার পথে তখন একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে আনা হয় যার সে বিষয়ে কিছুটা অভিজ্ঞতা ছিল এবং পরবর্তীতে তিনি সে প্রকল্প কিছুটা সচল করেন।

৪. একজন অর্থনীতিক অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় বুঝলেও তাঁকে যদি দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে বলা হয় তাহলে তা সতিই কঠিন হয়ে পড়ে কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কি কি বিষয়ে কিভাবে কতটা আয় করা সম্ভব এবং যে দরিদ্র মহিলা বা পুরুষ এমনকি হিসাব পর্যন্ত লিখতে বা পড়তে পারে না, তার জন্য যুতসই একটি পরিকল্পনা তৈরি করা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে। এভাবে দেখা যায় যে, জ্ঞানী লোকের অভাব না থাকলেও কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান ভিত্তিক পরামর্শ প্রদানের ক্ষমতা আছে তেমন লোকের প্রচন্ড অভাব। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্যের হার কিংবা প্রকল্প থেকে পরামর্শক বাদ দেয়ার ঘটনা কিংবা আর কোনো কাজ না দেয়ার অনেক ঘটনা দেখা যায়।

৫. উল্লেখ্য, একই ধরনের এবং মানের কাজ করলেও দেশী-বিদেশী পরামর্শকদের আয় ভিন্ন হয়ে থাকে।

৬. দৃশ্যমান সমস্যা হচ্ছে অবকাঠামোগত সমস্যা এবং অদৃশ্যমান সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচনের সমস্যা, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি। অর্থাৎ অবকাঠামো উন্নয়নের প্রতি বেশি নজর দেয়া হয়, সামাজিক উন্নয়নের প্রতি নয় এবং সরকারের যে-সব উন্নয়ন বিভাগ আছে সেগুলোর মধ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন বেশি করার ক্ষমতা রয়েছে তেমন বিভাগই বেশি, সামাজিক উন্নয়ন করার ক্ষমতা রয়েছে তেমন বিভাগ কম এবং তাদের বরাদ্দও সীমিত যদিও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মোট বরাদ্দ কখনো কখনো উন্নয়ন বরাদ্দের ৬০ শতাংশ বলে দাবী করা হয়।

৭. কোনো অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত কি ক্ষতি হল, জৈব বৈচিত্রের ক্ষেত্রে কি ক্ষতি হল বা শস্য বহুমুখীর ক্ষেত্রে কি কি ক্ষতি হল কিংবা নাজুম জনগোষ্ঠীর জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে কি হল সেটি সূক্ষ্মভাবে হিসাব-নিকাশ করা হয় না। বঙ্গবন্ধু ব্রিজ ৩৭০০ কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরি করা হলেও পুর্নবাসন ক্ষেত্রে নৌকার মাঝিদের বিবেচনা করা হয়নি। অথচ ১৫০ কোটি টাকার পুনর্বাসন কর্মসুচির মধ্যে ৭৫ কোটি টাকা ফেরত গেছে। এ ধরনের কাজে পেশাদার সমাজবিজ্ঞানীদের জড়িত করা একান্ত প্রয়োজন কারণ তাঁদের পেশাদারিত্ব ও অভিজ্ঞতা দিয়ে কেবল সমাজের বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত লোকদের সহজে চিহ্নিত করা যায় এবং তার প্রতিকার নির্ণয় করা যায়।

৮. এসব ক্ষেত্রে পরামর্শকরা অবশ্যই জনগণের মতামত এবং কারিগরি দিক এ উভয় বিষয় বিবেচনা করে পরিকল্পনা তৈরি করার কথা এবং জন অংশগ্রহণের নিয়ম অনুযায়ী তদারকিতে জনগণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৯. প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা এবং ক্ষমতা কি আছে, কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে তেমন একটা গবেষণা হয়নি। কিন্তু দেখা যায় যে, জনগণ যেমন নীরব উপকারভোগী নয়, তেমনি তারা নিষ্ক্রিয়ও নয়।

১০. উল্লেখ্য, দারিদ্র্য নিয়ে পরামর্শকের কাজ করে নিজেরা যতটা উপকৃত হয়েছে ততটা উপকার দরিদ্রদের হয়েছে কিনা তা তলিয়ে দেখার সময় অনেক পরামর্শকের থাকে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সব সময় পরামর্শকের জন্য যা ব্যয় করা হচ্ছে সে পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি কল্যাণ জনগনের হয় না।

১১. সব প্রশ্নের উত্তরে প্রায়শ বলেন যে, বাজেট নাই অথবা প্লান নেই। কিন্তু কিভাবে তার সমাধান হতে পারে তারা তা জনগণকে বলে দেন না অথবা বলতে পারেন না।

১২. বাজার উন্নয়নের ব্যাপারে যে সব প্রশ্ন করা হয় যেমন, জমি অধিগ্রহণ করা হল না কেন, আরো বরাদ্দ দেয়া হল না কেন, আরো সেডের দরকার ছিল, বাজার রক্ষনাবেক্ষণের জন্য সরকার থেকে সুইপার দেয়া হবে কিনা, অডিটোরিয়াম দেয়া হলো না কেন, মসজিদ উন্নয়নের টাকা দেয়া হল না কেন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির অফিসের আসবাবপত্র দেয়া হলো না কেন ইত্যাদি। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দিতে পারেন না।

১৩. এটি অনেকটা সে "ষোল আনা মিছে" কবিতার মত যাতে জ্ঞানী ব্যক্তি নৌ ভ্রমণের সময় মাঝিকে জোয়ার-ভাটার কারণ জিজ্ঞাসা করছেন, চাঁদ কেন বড়-ছোট দেখায় সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করছেন এবং মাঝির জ্ঞান নিয়ে তাচ্ছিল্য করছেন কিন্তু তিনি যে সাঁতার জানেন না সেটি কিন্তু ভাবেননি। নদীতে যখন

ঝড় উঠলো তখন মাঝি তার কাছে জানতে চাইলো যে, সে বাবু সাঁতার জানে কি-না? জ্ঞানী বাবু বললেন যে, তিনি জানেন না। মাঝি বললো, তাহলে উপায়? নৌকা ডুবার ফলে সাতার না জানা সেই জ্ঞানী বাবু বাঁচতে পারলেন না। আর অশিক্ষিত মাঝিই তখন সাতার জানার কারণে বেঁচে থাকলো। মাঝি বললো, এত কিছু জানার পরও তার জীবনটা ষোল আনাই মিছে।

১৪. অন্য দেশের লোকদেরও খারাপ হওয়ার প্রবণতা আছে কিন্তু সেখানে যেহেতু সামাজিক পরিবেশটি ভাল হওয়ার অনুকুলে সেজন্য সেখানে লোকেরা তুলনামূলকভাবে ভাল আছে। এ বিষয়ে জাপান এবং আমেরিকার পার্থক্যও উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে সামাজিক দিক দিয়ে জাপান আমেরিকা থেকে এগিয়ে আছে।

১৫. ইদানিং এলজিইডিসহ দুএকটি বিভাগে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কিছু পরিকল্পনা করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তাও পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর্যায়ে আছে কারণ এসব বিভাগে এখনও তা প্রাতিষ্ঠা'নিক রূপ পায়নি। এর জন্য যেমন দক্ষ পরামর্শকের অভাব, তেমনি বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অনুকুল মনোভাবের অভাব।

১৬. এনজিওরা উন্নয়ন নয়, সামাজিক উন্নয়নমুখী কাজ করে থাকে। কারণ তারা সরাসরি উন্নয়ন (অবকাঠামোগত এবং সামাজিক) কাজের জন্য তেমন বরাদ্দ পায় না বরং সরকারি খাতই কেবল সব ধরনের উন্নয়নের জন্য বরাদ পায়। তাই এনজিওদের কাজকে 'উন্নয়ন করা নয়' বরং উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে ব্যাপক ভুল ধারণা রয়েছে।

১৭. বিগত বছরগুলোতে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

১৮. উল্লেখ্য, বিভিন্ন প্রকল্পের বা বিভাগের কিছু কিছু অনুকরণীয় সাফল্য আছে যেগুলো সম্পর্কে জানা এবং তা অনুকরণ করে কিভাবে ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া যায় সে বিষয়ে নজর দেয়া।